আধ্যাত্মকি শৃঙ্খলা

শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মকি শৃঙ্খলা অর্থাৎ নতি্য-অনতি্য বিচার সহকারে বেদৈকি অনুশাসন আমাদরেক আমাদরে জন্ম- জন্মান্তর এর ভ্রম ও অজ্ঞতা দূর করত এবং ভতিররে দবেত্ব আবিষ্কার করত সেক্ষম করে ঐশ্বরকি চতেনায় প্রতিষ্ঠিতি করত এবং সর্বাচ্চ লক্ষ্য অর্জনরে জন্য যথষ্টে।

বদৈকি অনুশাসন এবং ক্রযি।যাগে অধ্যবসায়েরে মাধ্যম একজন অবশ্ষে সৃষ্টিস্থতি-সিংহার কর্তার সাথ সেংযুক্ত হব।ে এই অবস্থায় যখন একজন জনিসিরে
সারমর্ম অর্জন করে, "মহাবশ্বি জয়ী হয়."। সন্তুষ্টি, শক্তি, প্রজ্ঞা এবং সমস্ত
কছিক সেমর্থন করার ক্ষমতা বশ্বিজয়ী ব্যক্তরি স্পষ্ট গুণ। এই গুণাবলী এবং
আরও অনকে কছি একজন মানুষরে প্রকৃততি পোওয়া যায়, যনি পিথবীত বোস করইে
মনরে সমতা লাভ করছেনে। বাস্তবতার চরিন্তন একত্ব মেনরে সমানতার স্থতিশীল
অবস্থা বশুদ্ধ চতেনা বা সর্বব্যাপী সত্তার ক্ষত্রেরে অন্তর্গত। এটি জীবনশক্তরি উৎস, শাশ্বত জ্ঞানরে আধার, প্রকৃতরি সমস্ত শক্তরি উত্স এবং বশ্বিরে
সমস্ত সাফল্যরে উত্স। যখন আপন আপনার হৃদ্যরে অভ্যন্তরীণ প্রকাষ্ঠি
বসবাসকারী এক পরম আত্মার সাথ আপনার একত্ব উপলব্ধ কিরনে। যখন আপন
সত্যকাির অর্থ সেইটেতি প্রতষ্ঠিত হন, যা শান্ত ও আনন্দরে সাগর, তখন আপন
আর দুঃখ, ক্ষতি বা ব্যর্থতার প্রবল আঘাত বা অন্যরে অসংলগ্ন এবং অসম্মত
কম্পনরে দ্বারাও আর কপৈ উেঠবনে না। স্বার্থরে বা চাহিদার ভালবােসা কানেণে
প্রকৃত ভালবােবাসা নয়! সত্যকিাররে ভালবাসার প্রথম লক্ষণ হল যখন ভালবাসা
কছিই চায় না এবং যখন এটি সবকছি দ্যে।

ভালবোবাসা শুরু হয় দ্বতৈ থকে েএবং শষে হয় ঐক্য।ে

"অন্তহীনরে বাঁশ এর ধ্বন হিল প্রমে। প্রমে যখন সমস্ত সীমানা ত্যাগ কর তেখন তা সত্য পেটাঁছ যোয়।" অনাহত ধ্বন বাি "কৃষ্ণরে বাঁশ " দ্বারা আকৃষ্ট যোগীর মন অবশ্যই সমাধরি অত-চিতেন অবস্থা লাভ করব। যেমেন মধুর স্বাদ গ্রহণকারী মটামাছটি কিবেল ফুলরে গন্ধ আকৃষ্ট হয়. না, এই জাতীয় যোগীর মন আর পুরানাে বাসনরে বা আচরণগত প্রবণতাগুলতি আগ্রহী হব নাে। ওম-প্রণবরে শব্দ কম্পন তোর মন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়. এবং বাহ্যকি ইন্দ্রিয়ি-জগতক ভুল যোয়। শুধু শুকনাে পাতার মতাা কর পেড়াে শকিড় থকে।ে তাই ভগবান কৃষ্ণরে বাঁশ হিল প্রণবরে প্রতীক। ধ্যানরে সময় যখন আমাদরে মন খুব স্থিরি হয়ে যোয় তখন আমরা এই সুন্দর ধ্বনি কম্পনরে মাধ্যম আমাদরে সচতেনতা শুনত পার িবং সুরক্ষতি করত পার।ি এট এই বাঁশরি মতাে। প্রণবরে ধ্বনি কম্পন যা গােপীদরেক যেমুনার তীর তােদরে প্রিয় ভগবান কৃষ্ণরে সাথ দেখাে করার জন্য আকৃষ্ট করছেলি। ঐশ্বরকি অভ্যন্তরীণ ধ্বনরি ঐশ্বরকি সুর মােহনীয় এবং বিস্ম্যকর শক্ত রিয়ছে।ে যখন এই সুন্দর ঐশ্বরকি সুর প্রবশে কর হ্দয়েরে মূল এটি ভিক্তরে হ্দয়ক বেশিদুধ প্রমেরে

Published on: Sep, 27 2022 16:14

আনন্দ নোচত পোর।ে এই বিশুদ্ধ শব্দ কম্পন হ্দয.ক পেরফুল্ল আনন্দ রোমাঞ্চতি কর এবং দীর্ঘস্থায়ী আনন্দরে উদ্রকে কর।ে ঐশ্বরকি আভ্যন্তরীণ ধ্বনরি মাধুর্য ঈশ্বর-নশো উৎপন্ন কর।ে প্রণবরে মাধুর্য গণেপীদরে আত্মাক আলাডে.তি করছেলি, তারা ঐশ্বরকি সঙ্গীত নেজিদেরে হারিযি.ছেলি। পৃথবী তাদরে কাছ গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অভ্যন্তরীণ ধ্বনতি লীন হয়ে গেলে এটি উড.ন্ত পাখি, বিচিরণকারী গরু, বিচরণ প্রিয় ভক্তরে উচ্চ চৌম্বকীয় কম্পন গততি নেয়ি আসব।ে এই ঐশ্বরকি ধ্বনতি লীন হয়ে গেলে প্রকৃত নিজিইে নীরব হয়ে যায় যনে এই ঐশ্বরকি সঙ্গীত শুনছ।ে যখন ভক্ত এই ঐশ্বরকি সুর লীন হয়ে যায় তখন তাৎক্ষণকি বাযুমণ্ডল ঐশ্বরকি কম্পন এবং মহাজাগতকি শক্ততি পেরপূর্ণ হয়ে ওঠ।ে যখন কউ ভগবানক ভেতিররে শান্ত হিসাব জোনবনে, তখন আপন িতাক উপলব্ধ কিরবনে যে সমস্ত কছুর বাইর সের্বজনীন সামঞ্জস্যরে মধ্য বিদ্যমান শান্ত।ি রহস্যময় এই শান্ত ভিতিরং! বস্ময্কর এই সুখ! এই সুখ শান্ত উপলব্ধ! এই সুখরে সাগর ভোসুন এবং আপনার নিজিরে শান্তমিয় স্থিরিতায় আনন্দ করুন!"

ধর্মহীন ব্যাক্ত যিাই কর্ম বা পুরুসবো বা সাধনা করুক না কনে তার কােনাে কর্ম বা পুরুসবাে বা সাধনা মােক্ষদায়ী কােনাে কারনইে হয় না। কারণ প্রকৃত ধর্ম আচরণই - একমাএ পুরুসবাের প্রকৃত যােগ্যতা বা সবাের প্রকৃত অধকািরী কর েএবং সাধনা-সমাধী-মােক্ষ এর মূল ভূমতিরৈ কির

.শাস্ত্রানুসার ধর্মআচরণ --> যম (অহিংসা + সত্য + অস্তয়ে + ব্রহ্মচর্য + অপরগি্রহ) +নয়িম (শােচ + সন্তােষ + স্বাধ্যায় + তপস্যা + ঈস্বরপ্রণিধান)+ গুরুসবাে + গুরু আদশে পালন + মা-বাবা সবাে + সামাজকি-সাংসারকি প্রতটিি দায়তি্ব সং পথ থেকে পূের্ন ববিকেরে সঙ্গ প্রতিপালন + দশেভক্তিি + জীব-মানব কল্যাণ চন্তা ও কর্ম এবং চরতি্রআচরন। এই সমস্থ আচরণগুলাে পূর্ণ রূপ (ে নজিরে মনাে মতন যে কােনাে একটা -দুটাে পালন করলাে নয়) পালন করলাে তবাই তাক ধর্ম আচরণ বলাে 1